প্রথম আলো

তারিখ : 4 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকল করতে না দেওয়ায় শিক্ষকের পা ভেঙে দিলেন অভিভাবক

চাঁদপুর প্রতিনিধি ●

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার এক এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে গতকাল রোববার নকলের সুযোগ ও নির্ধারিত সময়ের পরও লিখতে না দেওয়ায় এক অভিভাবক লোকজন নিয়ে রফিকুল ইসলাম নামের এক শিক্ষকের পা ভেঙে দিয়েছেন। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এ হামলার প্রতিবাদে ওই কেন্দ্রে আগামী পরীক্ষাগুলোতে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দিয়েছে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি'। সমিতি আজ সোমবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় গতকাল উপজেলার বদরপুর আকবর আলী খান উচ্চবিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০ নম্বর কক্ষের দায়িত্বে ছিলেন ধনাগোদা তালতলী উচ্চবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। রফিকুল পরীক্ষা চলাকালে ওই কক্ষের কাউকে নকল করতে দেননি। এ ছাড়া বদরপুর আকবর আলী খান উচ্চবিদ্যালয়ের এক ছাত্রীসহ ওই কক্ষের অন্যান্য পরীক্ষার্থী তাঁর কাছে নির্ধারিত সময়ের পরও লিখতে চেয়েও পাননি। এ কারণে পরীক্ষা শেষে বের হয়ে যাওয়ার পথে ওই ছাত্রীর বাবা ও ভাইয়ের নেতৃত্বে ৮-১০ জন দুর্বৃত্ত রফিকুলের পতিরোধ করে। পরে দুর্বৃত্তরা এলোপাতাড়িভাবে তাঁকে পিটিয়ে তাঁর ডান পা ভেঙে দেয়। ওই শিক্ষকের চিৎকারে শিক্ষক ও পথচারীরা এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। পাশের সাদুল্যাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

এরপর দুর্বৃত্তরা বদরপুর আকবর আলী খান উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং কেন্দ্রসচিব মো. রফিকুল ইসলামকে মারার জন্য লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁর কক্ষে ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে তাঁরা পালিয়ে যান।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সরকার আবুল কালাম আজাদ জানান, কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের ওপর হামলার কারণে ওই কেন্দ্রে আগামী পরীক্ষাগুলোতে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আজ সমিতির পক্ষ থেকে ওই হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, শিক্ষকের ওপর হামলার বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ব্যাপারে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. এরফান জানান, এ ঘটনায় বিকেলে কেন্দ্রসচিব রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে ওই ছাত্রীর বাবা ও ভাইসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।